আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২৮ জুলাই,২০১৯) বুলেটিন নং ৬৩	২৮ জুলাই হতে ০১ আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৪ জুলাই হতে ২৭ জুলাই,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৪ জুলাই	২৫ জুলাই	২৬ জুলাই	২৭ জুলাই	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৪.০	৬৪.০	১৯.০	৩.০	৩.০-৬৪.০ (৯০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.০	৩১.৬	৩১.৬	৩২.৬	৩১.৬-৩২.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৫	২৬.৪	২৫.২	২৬.০	২৫.২-২৬.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭০.০-৯৬.০	৮৬.০-৯৭.০	৭৫.০-৯৭.০	৭৪.০-৯১.০	৭০.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১১.১	১৩.০	১৬.৭	১৬.৭	১১.১-১৬.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৭	৭	৬	৬-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৮ জুলাই হতে ০১ আগস্ট, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৩০.৭৬ (৬৯.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৭-৩০.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৪-২৫.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৭-৯৮
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৬.৭-১২.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

দন্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	বীজতলা/চারা রোপন পর্যায়
আউশ ধান	কুশি থেকে ফুল পর্যায়
পাট	পরিপক্ক/কর্তন পর্যায়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

ধান

- জমি থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মূল জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পূর্বে ছত্রাকনাশক (কার্বান্ডাজিম) এবং/ অথবা কীটনাশক (সাইপারমেথ্রিন) @ ১-২ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারার শিকড় শোধন করে নিতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট জেলার বেশীর ভাগ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং দন্ডায়মান আমন ধানের চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যার পানির কারণে মূলজমি বা বীজতলার চারা নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় চারা রোপণের জন্য আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী জাত (ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫) কিংবা মধ্য মেয়াদী জাত (বিআর -২৫, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০) বীজ নিয়ে বীজতলায় চারা তৈরী করতে পরামর্শ দেয়া হলো।
- বন্যার পানি সরে গেলে উপযুক্ত বয়সের চারা রোপণ করতে হবে।
- যেখানে বন্যার পানি দ্রুত সরছে না সেখানে ভাসমান বীজতলা তৈরীর পরামর্শ দেয়া হলো।
- পুনরায় বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জলমগ্ন সহিষ্ণু জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে (ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭৯, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২)।
- কৃষক ভাইদের তাদের জমির আইল সংস্কার অথবা পুনরায় নতুন করে বাধাঁর পরামর্শ দেয়া হলো। এটা জমি কর্দমাক্ত করতে এবং চারা রোপণে সাহায্য করবে।
- বন্যা পরবর্তী সময়ে (পানি সরে গেলে) বেশী বয়সের চারা রোপনের জন্য সম্মিলিতভাবে বীজতলা তৈরী করা যেতে পারে।
- ২১-২৫ দিনের চারা এবং ১৫ সেমি × ১৫ সেমি দূরত্বে রোপন করার পরামর্শ দেয়া হলো।
- অপেক্ষাকৃত বয়স্ক চারা রোপণের ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক চারা (৪-৫ টি চারা/গোছা) ঘন করে ২০ সেমি × ১৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করার এবং অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হলো।
- রোপিত রোপা আমনের চারা সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে গেলে সংরক্ষিত বেশী বয়সের চারা (৫০-৬০ দিনের চারা) রোপণ করা যেতে পারে।
- আলোক অসংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত (বিনা ধান-০৭, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭) সরাসরি বপনের পরামর্শ দেয়া হলো।
- আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ জমিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর কুশি পর্যায়ে ১/৩ নাইট্রেজেন+ ৫০% পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।

<u>অন্যান্য ফসল:</u>

- সজ্জির জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর আগাম শীতকালীন সজ্জি চাষ শুরু করুন।

মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে পরামর্শ:

- সম্প্রতি জেলার সর্বত্র বন্যার কারণে মাছ চাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। পুকুরের বেশীর ভাগ মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। পুকুর থেকে বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর নতুন পোনা ছাড়ার পূর্বে নিম্নোক্ত কাজ গুলি করার পরামর্শ দেয়া হলো:
  -পুকুরে প্রতি বিঘায় ৩০কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন।
  - পুকুরে প্রতি বিঘায় ২৫০-৩০০কেজি হারে খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
  - বন্যার কারণে মাছ যাতে ভেসে যেতে না পারে সেজন্য সম্ভব হলে পুকুরের চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
- বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

গবাদীপশুর ক্ষেত্রে পরামর্শ:

- যদি বন্যার পানি গো-শালা তে প্রবেশ করে, তাহলে তাংক্ষণিক ভাবে গবাদীপশুদের নিরাপদ উচুঁ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।
- সবুজ ঘাসের পাশাপাশি ভিটামিন এবং খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- ঘাস পাওয়া না গেলে ইপিলইপিল, সজনা, কলা, বাশঁ, আম এবং কাঁঠাল পাতা দেয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটানো পানি সরবরাহ করতে হবে ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ প্রতিরোধ করার জন্য।

হাসঁ-মুরগীর ক্ষেত্রে পরামর্শ:

- বন্যার কারনে হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। তাই খাবারের সাথে অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন পাউডার ভাতের সাথে মিশিয়ে হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- দানাদার খাবারের সাথে সাথে রান্নার বর্জ্য এবং ভিটামিন ও খনিজ হাসঁ- মুরগীকে দিতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও স্বচ্ছ পানি সরবরাহ করতে হবে।